দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 DEC 2013
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রধান শত্রু দুর্নীতি

শফিকুর রহমান রুবেল

বয়স কতইবা আর হবে, বড়জোর দশ। এ সময়ে তার জীবন-জীবিকার চিন্তা মাথায় আসারই কথা না। কিন্তু ইসমাইল খান ওরকম চান কপাল নিয়ে জন্মায়নি। নিত্যদিনই মাঝরাতিতে রাজধানী ইসলামাবাদের একটি ক্যাফের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে আর চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করে একটি গাড়ির জন্য। পার্ক করতে এলেই তার দিকে দেয় ভো দৌড়। বলা কওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, নোংরা একটি নেকড়া দিয়ে মুছতে শুরু করে ওই গাড়ির দরজা-জানালা, যেটি তার গলায় ঝোলানোই থাকে। এতে কেউ সন্তুষ্ট হলে তার হাতে ধরিয়ে দেয় অল্প কিছু রুপি। সে দৈনিক যা আয় করে তা এক কাপ কাপুচিনো'র দামের চেয়ে কম। ওই দিয়েই তাদের সংসার চলে। অবশ্য চলে বললে ভুল হবে, চালানো হয়। ক্লাসরুম কী জিনিষ, সেটি কোনোদিনই পরখ করে দেখা হয়নি ইসমাইল খানের। এ নিয়ে তার আফসোসের সীমা নেই। পাকিস্তানে এরকম ইসমাইল খান অসংখ্য। সেখানে ২৫ মিলিয়ন শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং এদের একটি বড় অংশ জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত।

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিতে ঠাসা। হাজার হাজার কমিউনিটি স্কুলভবন খালি পড়ে আছে কিংবা পুলিশ স্টেশনসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এ খবর মিডিয়ায় আসার পর ২০১১ সালে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট স্বপ্রণোদিত হয়ে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল, এগুলোকে কেবল শিক্ষা কাজে ব্যবহার করার। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫, এ সময়ে বিশেষ শিক্ষা কর সংগৃহীত হয়েছিল ৬৬ বিলিয়ন রুপি; কিন্তু এর কানাকড়িও স্কুলবাবদ ব্যয় করা হয়নি। এ সম্পর্কিত মামলাও চলেছিল দীর্ঘদিন। কিছুদিন আগে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট প্রকাশ করে, পাকিস্তানের ৪৩ শতাংশ মানুষ মনে করে, শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতি অথবা মহাদুর্নীতিগ্রস্ত। ১৫ হাজারেরও বেশি সরকারি স্কুল গুণগত মান কিংবা দুর্নীতির সমস্যায় ভুগছে। সবচে' বাজে অবস্থা সিন্ধু প্রদেশে। এ প্রদেশটিতে এমনিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম, তার ওপর যেগুলো আছে সেগুলোর বিশৃঙ্খল অবস্থা। সাক্ষরতার প্রশ্নে নারী ও পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে সিন্ধু।

কেন্দ্রীয় সরকারের নানাবিধ কর্মসূচী সত্ত্বেও ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী অর্ধেকেরও বেশি শিশুর মৌলিক শিক্ষা নেই। ১৮টি দাতা দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১২ সাল নাগাদ শিক্ষাবাবদ সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে ১২০ কোটি মার্কিন ডলার; অথচ এ সময়ে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে সামান্যই। ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ আদমশুমারির তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, পাকিস্তানে প্রাতিষ্ঠানিক যে কোনো রকমের শিক্ষা গ্রহণকারী লোকসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪২ দশমিক ১ শতাংশ। বর্তমানে এ হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, এমনকি ভুটানের চেয়েও পিছিয়ে আছে পাকিস্তান। সেখানে বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশেরও নিচে। এক-তৃতীয়াংশেরও কম প্রাপ্তবয়স্ক কার্যত পড়তে পারে। মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে গেলে বাধা আসে বিভিন্ন মহল থেকে। বলা হয়, ঘরের বাইরে গিয়ে লেখাপড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মাঝে নিরক্ষরতার হার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। সংখ্যা দুটি হল, ৪৬.৯% ও ২৩.৩%।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুর্নীতি, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, জঙ্গি সমস্যা পাকিস্তানের শিক্ষা পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ। শিক্ষার ওপর জোর দেয়া অলাভজনক গ্রুপ জাতীয় মানব উন্নয়ন কমিশনের (এনসিএইচডি) মহাপরিচালক খুসরো পারভেজ মন্তব্য করেছেন, 'পাকিস্তানে শিক্ষা কখনোই জাতীয় অগ্রাধিকার লাভ করতে পারেনি, উপরন্তু চরম অবহেলার খাত হচ্ছে শিক্ষা।' তবে খুশির কথা, দেরিতে হলেও পাকিস্তান বুঝতে পেরেছে, স্কুলে ভর্তি হওয়াটা শিক্ষার উন্নতিক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক। তাই তো প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সরকার স্কুলে না যাওয়া ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী ৬০ লাখ শিশুর স্কুলে নাম লেখানো (মাদ্রাসাতেও হতে পারে) নিশ্চিত করতে এক কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছে। ২০১৩ থেকে ১০১৬ পর্যন্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাজেট ধরা হয়েছে ১৮৯ বিলিয়ন রুপি (১ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঝরে পড়া রোধ, নতুন স্কুল ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সাতটি জাতীয় শিক্ষা নীতি, আটটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অন্তত হাফ ডজন অন্যান্য শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে পাকিস্তান। কিন্তু ফলাফল তথৈবচ। সিন্ধু প্রদেশের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কায়সার বাঙালি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'আমরা বরাবরই উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি, তবে সে অনুযায়ী ফল দেখাতে পারিনি দুর্নীতিসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে। সব সরকারই আগের সরকারের নেয়া কর্মসূচীগুলো বাতিল করে দেয়।

শিক্ষার জন্য কাজ করা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আলিফ আইলান-এর পরিচালক মোশাররফ জাইদি'র অভিমত, পাকিস্তানের সকল শিশুকে শ্রেণীকক্ষে পাঠানোর কাজটি সত্যিই কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। সেজন্য শিক্ষাবাবদ বাজেট অন্তত দ্বিগুণ করার পাশাপাশি কৌশল পরিবর্তন করতে হবে এবং দায়িত্ব দিতে হবে সঠিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। শিশুদের স্কুলে আসার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে অন্য যে কয়টি বিষয় কাজ করছে, সেগুলো হল— চরম দুর্নীতি, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক, অপর্যাপ্ত শিক্ষা সামগ্রী এবং ভুল শিক্ষা পদ্ধতি। টেক্সটবইগুলো মান্ধাতার আমলে লেখা; কারিকুলাম একবিংশ শতাব্দীর সাথে মোটেই মানানসই নয়। সেজন্যে বই পড়ে শিশুরা মজা পায় না। জাতিসংঘের একটি উন্নয়ন কর্মসূচীর রিপোর্টে উল্লেখ আছে, পাকিস্তান তার প্রতিবেশী ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার তুলনায় শিক্ষার পেছনে কম ব্যয় করে। এমনকি এ ক্ষেত্রে আফ্রিকার দরিদ্রতম কয়েকটি দেশও তাদের উপরে অবস্থান করছে। যেমন, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো শিক্ষার পেছনে যেখানে ব্যয় করে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬.২ শতাংশ, সে জায়গায় পাকিস্তানের ব্যয় ২ শতাংশেরও নিচে। ধরায় এমন দেশ রয়েছে আর মাত্র এগারোটি।